জাপান (১১/০৩/২০১১)

পৃথিবীর তাবৎ বলবান উন্নত দেশ গুলির মধ্যে অন্যতম দেশ জাপান! শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, প্রযুক্তির দিক থেকে বলতে গেলে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হল জাপান। কিন্তু সৃষ্ঠি লগ্ন থেকেই জাপান ভৌগলিক দিক থেকে প্রচন্ড সঙ্কটময় অবস্থায় অবস্থিত। জাপান সর্বদা ভূমিকম্পে কম্পিত হয় বলে এর আরেক নাম ''ভূমিকম্পের দেশ''। সম্প্রতি এক প্রবল ভূমিকম্পের ফলে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান। তারই কিছু জানা অজানা ঘটনা পাঠক বৃন্দের কাছে তুলে ধরছি।

দিনটা ছিল শুক্রবার কর্মব্যস্ত জাপানে সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সূর্যের তেজ তখন সবেমাত্র ম্লান হচ্ছে সেই সময় বিকেল ২ টা বেজে ৪৬ মিনিট নাগাদ হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তথ্য-প্রযুক্তির দেশ জাপান। ভারতীয় সময় অনুযায়ি তখন দুপুর ১১ টা বেজে ১৬ মিনিট। জাপানের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দেয় ভূ-কম্পনের উৎস ছিল জাপান উপকুল থেকে ১৩০ কি.মি দুরে সমুদ্র গর্ভে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৮.৯, প্রায় ৯। তারা আরও জানিয়ে দেয় যে প্রায় ১৪০ বছরের মধ্যে এত তীব্র ভূ-কম্পন আর হয়নি। জাপানের রেকর্ড অনুযায়ি ১৯২৩ খৃষ্ঠাব্দে যে সর্বোচ্চ ভূ-কম্পন হয়েছিল তার তীব্রতা ছিল ৭.৯।

২০১১ খৃষ্ঠব্দে শুধু ভূ-কম্পন ই নয় তার সাথে দেখাদেয় প্রবল সুনামি বা জলোচ্ছাস। জলোচ্ছাস এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৯.৭ মিটার থেকে ১০ মিটার। এত তীব্র জলোচ্ছাসের ফলে জলের নিচে তলিয়ে যায় শত সহস্র বাড়ি-ঘর, জাহাজ, গাড়ি ইত্যাদি। সাথে সাথে সতর্কতা বার্তা সম্প্রসারন করা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তি সমস্ত অঞ্চলে।

এই প্রবল ভূ-কম্পনে উননোমা পরমানু কেন্দ্রে এবং মোন্দাই তৈল শোধনাগারে আগুন ধরে য়ায়। তৎক্ষনাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু বিদ্যুৎ নয়, রেল সংযোগ, সড়ক পথ সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম সম্পুর্ন ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-কম্পনের ফলে বিধ্যস্ত হয় প্রায় ৩৪০০ টি বিল্ডিং, প্রায় ১৮১ টি নার্সিং হোম সম্পুর্ন ধ্বংস হয়ে যায়। এর জেড়ে কেপে উঠেছিল উপকুল থেকে প্রায় ৪০০ কি.মি দুরে অবস্তিত রাজধানি টোকিও। মোট ১১ টি পারমানবিক কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় ভূ-কম্পনের ফলে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে প্রায় ১০ মিটার উচ্চ ঢেউ সিংহনাদ তুলে এগিয়ে এল জাপানের দিকে! স্থল ভাগের বেশ কয়েক কি.মি অঞ্চল জুরে এই সুউচ্চ জল তার স্বমহিমায় সবকিছু তছনছ করে দেয়। জাপান সরকার সাথে সাথে ৯০০ জনের একটি উদ্ধার কার্যের টিম

তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়। এই তীব্র ভূ-কম্পনের ফলে প্রায় ১০ হাজার এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

এর পরদিন অর্থাৎ ১২/৩/২০১১ ভয়াবহ ভূমিকম্প থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলেও ভয়ঙ্কর সুনামি জাপানের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আরেক বিপদ ঘটায়, হিরোশিমা-নাগাশাকির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আরও একবার জাপানবাসিকে স্মরন করিয়ে দিল ফুকুশিমার ১নং পরমানু চুল্লিতে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বিকিরনের আশঙ্কা। অর্থাৎ পরমানু কেন্দ্রে বিস্ফোরন! পরমানু কেন্দ্রের পাচিল উড়ে গিয়ে বায়ু মন্ডলে বেরিয়ে আসে তেজস্ক্রিয় বিয়োজক। প্রায় ৪৫ হাজার মানুষকে এই অন্চল থেকে নিরাপদ অন্চলে নিয়ে আসা হয়।

এর পরদিন ফুকুশিমার ২নং চেম্বারে বিস্ফোরন দেখা দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে জাপান বাসীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। সেই সময় থেকেই বাতাসে তেজস্কিয় বিকিরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এর মাত্রা কম থাকায় ভয়ের কারন ছিলনা।

১৪ই মার্চ জাপানের আরেকটি চুল্লিতে ঘটল প্রবল বিস্ফোরন। এইদিন প্রবল বিস্ফোরনের জেরে মারাত্মক ভাবে কেঁপে উঠল জাপান ভূমি। দ্রুত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পরতে থাকল। স্বাভাবিকের চাইতে ৮০০ গুন বেশি বিকিরণ ছড়াতে আরম্ভ করল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউকে ঘরের বাইরে না যেতে অনুরোধ জানালেন। জাপানের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল চেরানোবিল এর মতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জাপানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এবং ক্রমে জাপানের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। কিন্তু এখনও সমস্ত পৃথিবীতে সতর্কতা জারি আছে যেন কেউ বৃষ্টিতে না ভেজেন কারন বৃষ্টির জলের সাথে থাকতে পারে তেজস্ক্রিয় পরমানু।

--- সহনোব নাথ